সংবাদ

তারিখ 04 JAN ২০০৩
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

চণ্ডিগড়ের হাসপাতালে ৪ শিক্ষার্থীর আহাজারি

গত মাসে শিক্ষা সফরে গিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভারতের চণ্ডিগড়ে এক সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হোসনে আরা বেগম ও ছাত্রী শামিমা আক্তার সুমী নিহত হন। বেশ কয়েকজন আহত হন। আহত অন্য ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া পেলেও গুরুতর আহত ৪ জন চণ্ডিগড়ের হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। তাদের পুরোপুরি সুস্থ হতে ৪/৫ মাস সময় লাগবে এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয় হবে ১০ লাখ টাকারও বেশি- যা দেয়ার সামর্থ্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের নেই। কিন্তু এই সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সহপাঠী শিক্ষার্থীরা। তারা সাধ্যমতো সহায়তা দিয়েছে– কিন্তু সে সহায়তা সমুদ্রে বিন্দু মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই বিরাট অংকের অর্থ যোগাড় করা দুঃসাধ্য। এ কারণে তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আর্থিক সহায়তার দাবি জানালেও এখন পর্যন্ত কোন জবাব পায়নি। ফলে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যে দায়িত্ব ছিল তা তারা পালন করছেন বলে মনে হয় না। পালন করলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য ১০ লাখ টাকা ব্যয় করা কঠিন নয়। এক্ষেত্রে আইনগত সমস্যা থাকলে তারা সরকার তথা সরকারপ্রধানের শরণাপন্ন হতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীগণ তাদের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং দলের দুস্থ ও অসহায় লোকদের অকাতরে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন এবং তা গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারও করা হয়। কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়ে বিদেশের মাটিতে পড়ে থাকা ৪ শিক্ষার্থীর ব্যাপারে কি তাদের কোন দায়িত্ব নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সরকারের কাজকর্মে সে ধরনের কোন লক্ষণ নেই। এই আর্ত ও অসহায় তরুণদের কান্না তাদের হৃদয়ে পৌঁছে না। কেন পৌঁছে না? তারা সরকারি ছাত্রদলের ক্যাডার নয় বলে; বিলাস ভ্রমণে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে না যেতে পারে, চিকিৎসার নিশ্চয়তাটুকু তো পেতে পারে।

একই প্রশ্ন সমাজের বিত্তবান মানুষের কাছে। যারা লায়ন্স ক্লাব ও রোটারি ক্লাব করে লাখ লাখ টাকার চাঁদা তুলে জনসেবার সাড়ম্বর অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন, তাদেরও কেউ যদি এই ৪ শিক্ষার্থীর চিকিৎসার সহায়তায় এগিয়ে আসেন তাহলে তাদের জীবন বেঁচে যায় এবং তারা আবার শিক্ষাজীবন শুরু করতে পারে। বিনা চিকিৎসায় যাতে এই সম্ভাবনায় তরুণদের জীবন প্রদীপ নিভে না যায় সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা সরকার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন আশা করি।

সবশেষে চণ্ডিগড়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চার তরুণের দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করি। আবার তারা ফিরে আসুক এই বাংলায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবার তাদের সশব্দ পদচারণায় মুখর হয়ে উঠুক– এই শুভ কামনা।